এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!

শহীদ সিরাজী

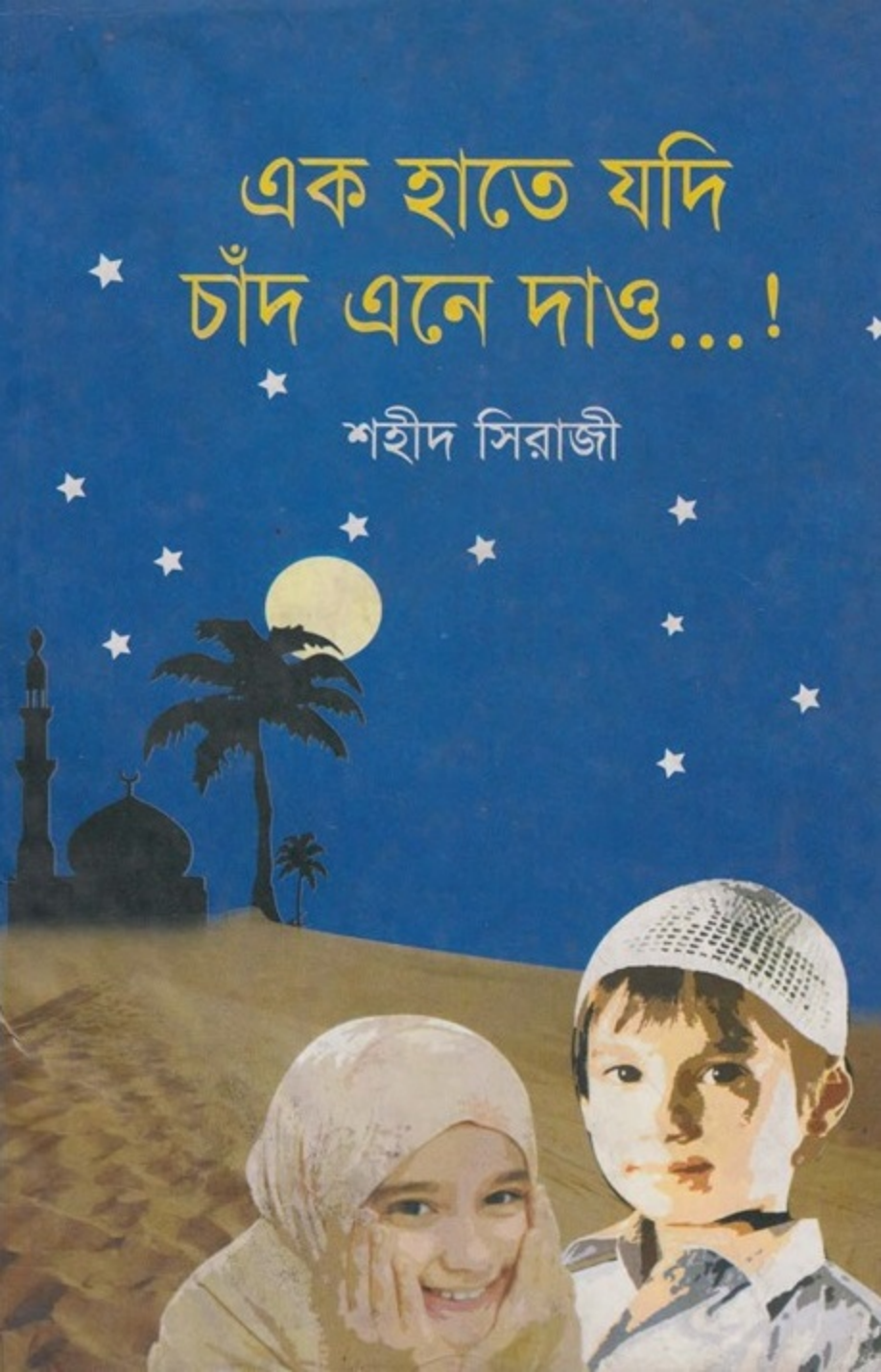

এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!

শহীদ সিরাজী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!

শহীদ সিরাজী

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

জানুয়ারি- ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

আজিজুর রহমান তালুকদার

মোবাইলঃ ০১৭২-৯৮৫৩১৮

ডিজাইন

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য ঃ ১০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গড়ঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Ek Hatee Jodi Chand Aney Dao: Written by Shahid Siraji, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 100/- US : 5/- **ISBN-984-70241-0033-7**

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সমাজের সবখানে আজ অবক্ষয়ের জোয়ার। এই অবক্ষয়ের মোহনায় দাঁড়িয়ে সকল বাবা-মায়েরা শিশু কিশোরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তিত। সকলে ভাবছে, এ অবস্থা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়? বাবা মায়ের ভাবনার অংশ হিসেবেই লেখক শহীদ সিরাজী আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনের খণ্ড চিত্রের গল্পকথা নিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প তৈরী করে উপস্থাপন করেছেন। যা আজকের সমাজে বসবাসকৃত অবক্ষয়াক্রান্ত শিশু-কিশোরেরা নিজেদেরকে নৈতিকমানে বলিয়ান হয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে তাদের মনে ও প্রাণে। এমনি চিন্তা থেকেই শহীদ সিরাজী তার ছোট গল্পের বই **"এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও"** রচনা করেছেন। রাসূলের জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা এ গল্পগুলো আমাদের শিশু-কিশোরদের নিশ্চিত আর্দশ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ মানুষের মন ও মনন বিকাশের জন্য নানা রকম বই প্রকাশনা করে আসছে। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, লেখক শহীদ সিরাজীর ইসলাম, আদর্শের ছোট গল্পের বই পড়ে এ দেশের ভেঙ্গে পড়া সমাজে বসবাসকৃত শিশু-কিশোরদের মন থেকে অবক্ষয় দূরিভূত হবে। সুন্দর বই পড়ে আগামী দিনের শিশু-কিশোরেরা ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবে। এ বিশ্বাস নিয়ে **"এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও"** বইটি প্রকাশ করা হলো। আশা করি সকল মহলে বইটি সমাদৃত হবে।

(এস.এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সালওয়া
তাকওয়া
নাফিস
নাঈম
ও
তোমাদেরকে
যারা সবার আগে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

নিরন্তর নিসর্গে তুমি
গল্পো হলেও গল্প নয়
তবুও ঘুমিয়ে আছি

এছাড়াও শিঘ্রই প্রকাশিত হবে

বাকুম বাকুম
ছড়া পড়ো জীবন গড়ো
আলোর শিশুরা
দেশের কবিতা সময়ের কবিতা
তোমার তুলনা তুমি

www.pathagar.com

লেখকের কথা

'এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!' শিশু কিশোরদের জন্যে লেখা রাসূলের জীবনের খন্ড চিত্রের গল্প কথা। আজকে যারা শিশু, যারা কিশোর আগামি দিনে তারাই দেশের নাগরিক হবে। তারা সকলে বড় হবে। তারাই দেশ পরিচালনা করবে। তাই তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে সুনাগরিক হিসেবে। আজকে সকলের প্রশ্ন কি ভাবে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে, ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় ?

সমাজের সবখানে আজ অবক্ষয়ের জোয়ার। এই অবক্ষয়ের মোহনায় দাঁড়িয়ে সকল বাবা মায়েরা শিশু কিশোরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। সকলে ভাবছে, এ অবস্থা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়?

আজকাল প্রতিদিনই শিশু কিশোরদের জন্যে বের হচ্ছে কবিতা-ছড়া-গল্পের বই। হাটটিমা টিম টিম বা আগডুম বাগডুম ছড়া পড়ে কিংবা ভুত-পেতনির গল্প জেনে শিশু কিশোররা কি শিখছে? এ সব অর্থহীন ছড়া, কবিতা কিংবা গল্প পড়ে তারা না পাচ্ছে কোন সঠিক তথ্য, আর না শিখছে কোন জ্ঞান। অথচ রাসূলের জীবনীতে ছড়িয়ে আছে কত না সুন্দর সুন্দর সত্য কাহিনী। সবার আগে এগুলো জানা দরকার। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে চেনা দরকার। নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা দরকার। ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার। এগুলো যদি গল্পের মত করে কোমলমতি শিশু কিশোরদের হাতে তুলে দেয়া যায় তাহলে তারা শিখবে, জানবে, মানুষ হবে, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। এমনি চিন্তা থেকেই আমার 'এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!' গল্প লেখার এ চেষ্টা। রাসূলের জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা এ গল্পগুলো আমাদের শিশু কিশোরদের নিশ্চিত আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।

গল্পগুলো পুরোপুরি সত্য গল্প। শুধুমাত্র শিশু কিশোরদের উপযোগি করে সহজ প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশু কিশোররা এ বই পড়ে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠলে, আল্লাহর পথে চললে আমার শ্রম সার্থক হবে, সেই সাথে তা হবে আমার পরকালের যাযা।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, আমাকে বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এজন্য প্রকাশনার প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। বইটির বহুল প্রচার এধরনের বই লিখতে আমাকে উৎসাহিত করবে। সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন। আমিন ॥

-শহীদ সিরাজী

www.pathagar.com

সূচী ঃ

		পৃষ্ঠা
১।	নামাযের মু'যিযা	৯
২।	আতংকিত আবু জেহেল	১৩
৩।	সাফা পাহাড়ে	১৭
৪।	দোয়ার বৃষ্টি	২০
৫।	বাঘে খেলো ওতায়বাকে	২৩
৬।	কুটনি উম্মে জামীল	২৬
৭।	কুরআনের মু'যিযা	২৯
৮।	ওতবার উপর কুরআনের যাদু !	৩২
৯।	এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও... !	৩৬
১০।	বিস্ময়কর ঘটনা	৪১

www.pathagar.com

নামাযের মু'যিযা

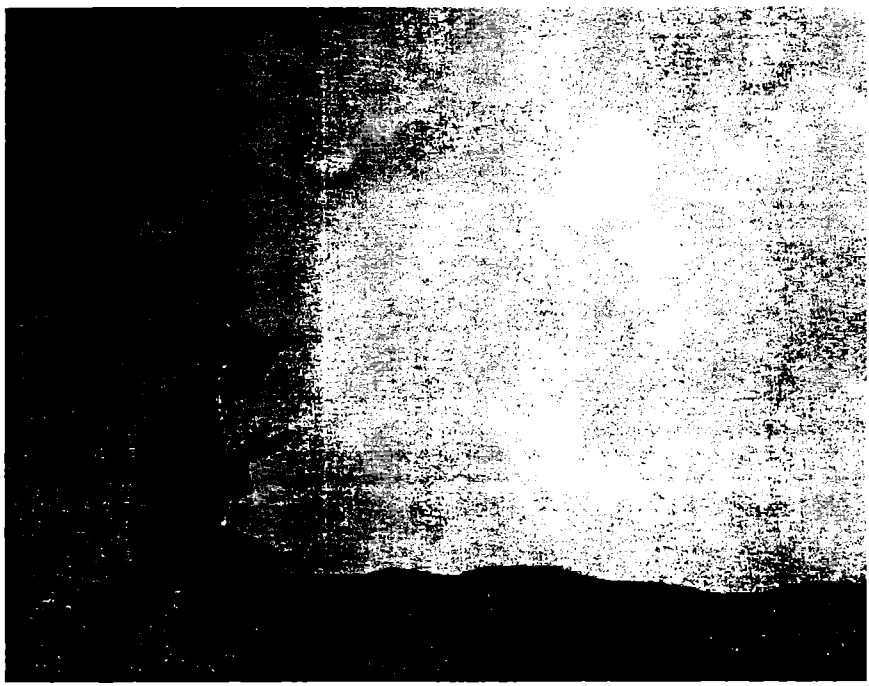

মাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

তিনি আল্লাহর প্রেরিত শেষ রাসূল।

আল্লাহর আদেশে তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করলেন।

আরবের লোকেরা এটা মেনে নিতে পারলো না।

প্রথম প্রথম তারা কিছু বলতো না। এক পর্যায়ে বাঁধা দিতে লাগলো।

অবশেষে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

এমনি অবস্থাতে রাসূল (সা.) কিন্তু বসে থাকলেন না।

গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন।

যারা ইসলাম কবুল করলো তাদের উপরে জুলুম নির্যাতন অত্যাচার নেমে আসতে লাগলো। বাঁধা আসতে লাগলো।

www.pathagar.com

নামায পড়ার উপায় পেলো না তারা। অবশেষে নবী (সা.) তাদেরকে গোপনে নামায পড়তে বললেন। নবীর নির্দেশে তারা গোপনে গোপনে নামায পড়তে লাগলো।

এভাবেই তখন মুসলমানদের গোপনে গোপনে নামায পড়া চলছিল।

এভাবে দিন যাচ্ছিল।

এমনি এক সময়ে তাদের একজনকে গোপনে নামায পড়তে দেখে ফেললো মুশরিকরা। চারিদিকে শুরু হয়ে গেল হৈচৈ।

কুরাইশরা বুঝলো তাদের বাপ-দাদার ধর্ম থেকে মুহাম্মদের (সা.) ধর্ম আলাদা।

আর মুসলমানরাও তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

সে সময়ে কুরাইশদের নেতা ছিল আবু জেহেল। সে ছিল রাসূলের চাচা।

রাসূলের চাচা হলে কি হবে। সে ছিল ইসলামের বড় দুশমন।

সে যখন শুনলো সব কথা তখন তার দুশমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

তার জাহেলিয়াতের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

ভাতিজাকে একদিন সে আচ্ছামত ধমকালো। নামায পড়তে নিষেধ করলো।

কিন্তু ভাতিজাতো আল্লাহর রাসূল।

তিনি সব কিছু শুনলেন। তবে আল্লাহর নির্দেশে নামায পড়তে থাকলেন।

এভাবে গোপনেই মুসলমানদের নামায পড়া চলছিল ।

এদিকে গোপনে নামায পড়ার বিষয়টা এক সময়ে আর গোপন থাকলো না।

আবু জেহেলের কানে সে খবর মাঝে মাঝে যাচ্ছিল।

আরবের সে বড় নেতা। ভাবলো, অনেক হয়েছে, আর নয়। আর চলতে দেয়া যায় না।

তখন সে খোঁজ নেয়া শুরু করলো।

লোকদের জিজ্ঞেস করলো, তারা মুহম্মদকে (সা.) মাটির উপরে মুখ রাখতে (সিজদা করতে) দেখেছে কিনা?

তারা অনেকেই বললো, হ্যাঁ, তারা দেখেছে।

কি ভাবে নামায পড়ে তারও বর্ণনা দিল। আর যায় কোথায়

www.pathagar.com

আবু জেহেল উত্তেজিত হয়ে উঠলো।
তখনই সে তাদের দেবতা লাত-ওজ্জার কসম খেলো।
বললো, সে যদি তাকে এমন করতে দেখে তাহলে তার ঘাড়ে পা রাখবে।
আর মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেবে। কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

এদিকে আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করলেন খোলাখুলি ভাবে ইসলামের প্রচার হোক।
রাসূল (সা.) যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন।
যখন আল্লাহর নির্দেশ পেলেন তখন নির্ভয়ে বায়তুল হারামে গিয়ে নামায পড়া শুরু করলেন। এমন সাহস তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারতেন না।

এর পরের ঘটনা খুবই অবাক করার মত।
একদিন নবী (সা.) বায়তুল হারামে একা একা নামায পড়ছিলেন।
সে সময় আবু জেহেল ওইদিক দিয়ে যাচ্ছিল।
সে নবীকে (সা.) নামায পড়তে দেখে রেগে আগুন।
রাসূলকে (সা.) উচিৎ শিক্ষা দেয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলো।
এ খবর মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।
আবু জেহেলের কথা তারা আগেই শুনেছিল।
তারা জানতো মুহম্মদকে (সা.) নামায পড়তে দেখলে সে তার পা রাসূলের (সা.) ঘাড়ে রাখবে। আর মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেবে।
কি হয় তা দেখার জন্যে উৎসুক লোকেরা ভিড় করতে লাগলো।

সকলে দেখলো আবু জেহেল রাসূলের (সা.) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
কিছু একটা ঘটে যাবে এক্ষুণি! সকলে অধীর প্রতিক্ষাতে।
ঠিক সেই মুহূর্তে সকলে অবাক হলো।
আবু জেহেল সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে হঠাৎ পিছু হটছে।
সাথে সাথে নিজের মুখ ঢাকার চেষ্টা করছে!
ব্যাপার কি! সকলে যেমন অবাক তেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
লোকেরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।
মুশরিকরা ভাবছিল তারা মজার কিছু একটা দেখবে।

www.pathagar.com

তা না দেখে তাদের নেতাকে পিছু হটতে দেখে তারা খুবই অবাক হলো। তাদের যেন আশাভংগ হলো।
নেতার এমন দুরবস্থা দেখে শেষে তাকে সকলে জিজ্ঞেস করে বসলো, তার কি হয়েছে ? সে এমন করলো কেন ? পিছু হটলো কেন ?

আবু জেহেলকে তখন খুব ভীত আর অসহায় দেখাচ্ছিল।
তবুও সকলের জিজ্ঞাসায় সে চুপ থাকতে পারলো না। জবাব দিতে হলো। বড় অসহায়ের মত বললো,তার ও মুহম্মদের (সা.) মাঝখানে সে এক বিশাল আগুনের গর্ত দেখতে পেয়েছে। আরও দেখেছে, পালকযুক্ত এক জন্তু। সে কি ভয়ংকর !
দেখে সে খুবই ভয় পেয়েছে। এ কারণে সে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

আবু জেহেলের পিছুটান দেয়ার কথা আর গোপন থাকলো না।
জানাজানি হয়ে গেল। নবীর সাথীরাও রাসূলকে (সা.) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।
রাসূল (সা.) সবই জানতেন। তিনি বললেন, তখন আবু জেহেল যদি আরও এগিয়ে আসতো তাহলে ফেরেশতাগণ তার মাথা উড়িয়ে দিত।
এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শন প্রকাশ করলেন।[১]

www.pathagar.com

আতংকিত আবু জেহেল

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যেমন ছিলেন পরপোকারী তেমন ছিলেন দানশীল। মানুষের বিপদে আপদে সব সময় পাশে থাকতেন। সকলের উপকার করতেন। কখনও কাউকে কষ্ট দিতেন না। মানুষের দুঃখ দেখলে দুঃখ পেতেন। সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

এমনকি যখন তিনি কিশোর বালক, তখন 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটা সমিতি গঠন করেছিলেন। এর মাধ্যমে সকলকে নিয়ে তিনি মানুষের সেবা করে বেড়াতেন। বিপদের সময় সাহায্য করতেন। পাশে দাঁড়াতেন। এজন্যে সকলে তাঁকে খুবই ভালবাসতো।

একদিনের ঘটনা। দূর দেশের এক লোক মক্কায় একবার উট বিক্রি করতে এলো।

উটগুলি বেশ মোটাতাজা। যে দেখবে সে-ই তা পছন্দ না করে পারবে না। মক্কার বড় নেতা আবু জেহেল। তার খুব পছন্দ হলো।

www.pathagar.com

ভাল করে দেখার পর সে উটগুলি খরিদ করে নিল।
তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বিক্রেতাও খুব খুশি হল।

এখন টাকা নেয়ার পালা। সে বিক্রি করা উটের দাম চাইলো।
আবু জেহেল তখন উটের দামতো দিলোই না, উল্টো তালবাহানা শুরু করে দিল।
বিক্রেতা খুবই অবাক হল।
সে বুঝতেই পারছে না আবু জেহেল তার উটের দাম দিচ্ছে না কেন ?
ভাবলো, হয়তো তার সাথে রসিকতা করছে?
সে আবার দাম চাইলো। কিন্তু দাম না দিয়ে আবু জেহেল তাকে ফিরিয়ে দিল।
বেচারা কি করবে ভেবে পেল না।
মনের দুঃখে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলো।
টাকা আদায় করা যায় কিভাবে,তা ভাবতে লাগলো।

সে রাস্তায় ঘুরতে লাগলো আর কত লোককে বললো তার বিপদের কথা।
বিক্রি করা উটের দাম না পাওয়ার কথা।
টাকা আদায় করে দেয়ার জন্যে অনেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরলো। কিন্তু কোন কাজ হলো না। লোকেরা যখন শুনলো তাদের নেতা আবু জেহেল উট কিনেছে তখন তারা যার যার মত পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লোকটার অবস্থা ততক্ষণে অনেকটা পাগলের মত।

সে আহাজারি করতে লাগলো। বলতে লাগলো এটা কেমন দেশ !
এখানে কোন বিচার নেই। আইন নেই। এখানে কি কোন ভাল মানুষ নেই ?
যে তার পাওনা টাকা আদায় করে দেবে।

সে সময়ে আবু জেহেল ছিল মক্কার সরদারদের মধ্যে অন্যতম।
তার যেমন ধন সম্পদ তেমন ছিল ক্ষমতা। আবার জ্ঞানী লোকদের সে অন্যতম। মক্কার সকলে তাকে বেশ মান্য করত। সামনে কথা বলার মত কারও সাহস ছিল না।
তাই কেউ লোকটার পাওনা আদায় করে দিতে সাহস করল না।

www.pathagar.com

এর মাঝে লোকটা একদিন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কাবার হেরেম শরীফে এসে হাজির হল। সেখানে কুরাইশদের অনেক সরদার বসে ছিল।
সে তাদের সামনে গিয়ে সব খুলে বলল।
তাদের কাছে এর প্রতিকারের জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগল।
সরদাররা যেমন ইসলামের দুশমন তেমন ছিল আবু জেহেলের পক্ষে।
রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করা ছিল তাদের প্রধান কাজ।
রাসূলের কাজে বাঁধা দান করতে আর সুযোগ পেলে রাসূলকে (সা.) অপদস্থ করতে তারা ওৎ পেতে থাকত। উট বিক্রেতার কথায় হঠাৎ তাদের মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল।
রাসূলকে (সা.) অপমান করার একটা সুযোগ যেন তারা পেয়ে গেল।
তখন হেরেমের এক কোনায় তিনি বসে ছিলেন।
তারা রাসূলকে (সা.) দেখিয়ে দিয়ে লোকটিকে বলল, আমরা কিছু করতে পারব না। দেখ ঐ কোনায় একজন বসে আছে । তাঁকে গিয়ে বলো, সে তোমার পাওনা আদায় করে দিবে।
লোকটি তাদের কথা বিশ্বাস করল। রাসূলের (সা.) দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে কুরাইশ সরদাররা লোকটিকে রাসূলের (সা.) কাছে পাঠিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। আর পরস্পর বলতে লাগল, আজ বেশ মজা করা যাবে।

নবী (সা.) তখন কাবার এক কোনায় বসে ছিলেন।
তাঁর কাছে গিয়ে লোকটি সব কথা খুলে বলল।
শোনার সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।
আবু জেহেল রাসূলের (সা.) চাচা। কিন্তু চাচা হলে কি হবে।
সে ছিল শুধু ইসলামের দুশমনই নয় মানবতারও দুশমন।
চাচার আচরণে তিনি খুব দুঃখ পেলেন।
তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

সোজাসুজি আবু জেহেলের বাড়ি হাজির হলেন রাসূল (সা.)।
তারপর কড়া নাড়তে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

কড়া নাড়ার শব্দে আবু জেহেল ভিতর থেকে প্রশ্ন করল, কে কড়া নাড়ে?
জবাবে তিনি বললেন, মুহম্মদ (সা.)।
রাসূলের (সা.) নাম শুনে আবু জেহেল হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো।
রাসূল তাকে বললেন, এ ব্যক্তির সব পাওনা দিয়ে দাও।
তাঁর কথার মধ্যে একধরনের আদেশ ছিল।
চোখে মুখে ছিল এক ধরনের অভিব্যক্তি। আবু জেহেল হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। কোন রকম প্রতিবাদ করতে পারল না। আতংকিত হয়ে পড়লো। কথা না বলে সে ভিতরে চলে গেল।
অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে উটের মূল্য লোকটির হাতে দিয়ে দিল।
এদিকে কুরাইশের লোকেরা যারা, এ অবস্থা দেখলো তারা নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এটা তাদের জন্য ছিল যেমন অবিশ্বাস্য তেমন অকল্পনীয়।
দ্রুত ছুটে এসে কুরাইশ সরদারদের কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করল।
তারা বলল, আজ আমরা যা দেখলাম তা কোনদিন দেখিনি।
ঘটনা যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।
তারা বলতে লাগলো, সরদার আবু জেহেল বাইরে এসে মুহম্মদকে (স) দেখার সাথে সাথে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আর মুহম্মদ (স) যখন তাকে পাওনা পরিশোধ করতে বলল,তখন মনে হল যেন তার দেহটা প্রাণহীন হয়ে পড়েছে।
এভাবে আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় নবীকে দিয়ে এক বান্দার হক আদায় করলেন।[২]

www.pathagar.com

সাফা পাহাড়

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।
চল্লিশ বছর যখন বয়স হ'ল তখন তিনি নবুয়ত লাভ করলেন।
তারপর ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকতে শুরু করলেন।
প্রথমে কেউ এ ডাকে সাড়া দিল না। তিনি দমলেন না।
আস্তে আস্তে লোকেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো।
রাসূলের (সা.) দাওয়াত দান যখন আরও বেড়ে গেলো ,লোকেরা তখন আরও বাধা দিতে শুরু করলো। রাসূল (সা.) ভাবতে লাগলেন, কি ভাবে ডাকলে মানুষেরা তাঁর কথা শুনবে।
তখন আরবে অনেক বংশ গোত্র ছিল।

www.pathagar.com

যেমন কুরাইশ, কা'ব বিন লুই, কুসাই, আবদে মানাফ, আবদে শামস ইত্যাদি।
তাদের সকলকে কি আলাদা আলাদা ভাবে ডাকবেন নাকি এক সংগে ডাকবেন?
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাসূলের (সা.) মাথায় একটা প্ল্যান এলো।
একদিন তিনি খুব সকালে আরবের সাফা পাহাড়ের উচ্চ শিখরে উঠলেন।
তারপর যাতে সকলে শুনতে পায় এমন জোরে ডাকতে লাগলেন।
সকল বংশ-গোত্রের নাম ধরে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, হে কুরাইশেরা, হে কুসাইয়েরা, হে আবদে মানাফের লোকেরা, তোমরা শিঘ্রই এসো। সকাল বেলার বিপদ এসে গেছে।
তখন আরবের রীতি ছিল, যদি কেউ সকালের কোন বিপদের বা কোন শত্রুর আক্রমণের খবর জানতে পারতো সে দৌড়ে পাহাড়ে উঠতো ।
তারপর চিৎকার করে আওয়াজ দিয়ে সকলকে সাবধান করতো।
সেদিন রাসূলের (সা.) জোরে আওয়াজ শুনে কি ঘটেছে তা জানার জন্যে সকলে ছুটে এলো। ভাবলো, নিশ্চয় কোন বড় বিপদ এসে পড়েছে।
যে নিজে আসতে পারলো না সে আরে একজনকে পাঠালো।
দেখতে দেখতে পাহাড়ের পাদদেশ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।
সকলের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা, কি হয়েছে ? কোথায় বিপদ ? কি বিপদ ?
লোকেরা একত্র হলে নবী করীম (সা.) বললেন, হে লোকেরা ! আমি যদি বলি যে পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী আছে যা তোমাদের আক্রমণ করতে চায়।
আমার এ কথাকে কি তোমরা সত্য বলে মানবে ?
তারা তখন সকলে এক বাক্যে বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই।
কারণ আমরা জানি তুমি কখনও মিথ্যা কথা বলো না।

আসলে রাসূল (সা.) খুব ছোটবেলা থেকে তাদের সামনে বড় হয়েছেন।
ছোটবেলা থেকেই তিনি যেমন ছিলেন সত্যবাদী তেমন ছিলেন বিনয়ী।
সকলে তাঁকে যেমন বিশ্বাস করতো তেমন ভালবাসতো।
তিনি সকলের অতি আপনজন ছিলেন।

www.pathagar.com

নবী (সা.) তখন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমাকে যেমন বিশ্বাস করো তেমনি আপনজন হিসেবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। খোদার আযাব খুবই নিকটে। নিজেদেরকে তা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো। আমি তখন তোমাদের কোন কাজে আসবো না।
অন্যরা ভাল আমল নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে খারাপ আমল নিয়ে, এমনটি যেন না হয়। তখন আমি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো।

সকলে ভেবেছিল না জানি কি বিপদ তাদের উপর চেপে বসেছে।
রাসূলের (সা.) কথা শুনে তারা হতাশ হলো।
বিশেষ করে যারা ইসলাম প্রচারের বিরোধিতা করছিল তারা খুব বিরক্ত হলো।
তাদের নেতা আবু লাহাব তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে বলল, তোমার সর্বনাশ হোক! এজন্য কি তুমি আমাদের ডেকেছ ?
এভাবে ইসলামের দুশমনদের নেতা আবু লাহাব ইসলাম প্রচারে নানাভাবে বাধা দিতে শুরু করলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ইসলামের নূরকে তিনি জ্বালাবেনই।
তা দুশমনদের জন্যে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন।
তাই ইসলামের প্রচার ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো।

www.pathagar.com

দোয়ার বৃষ্টি

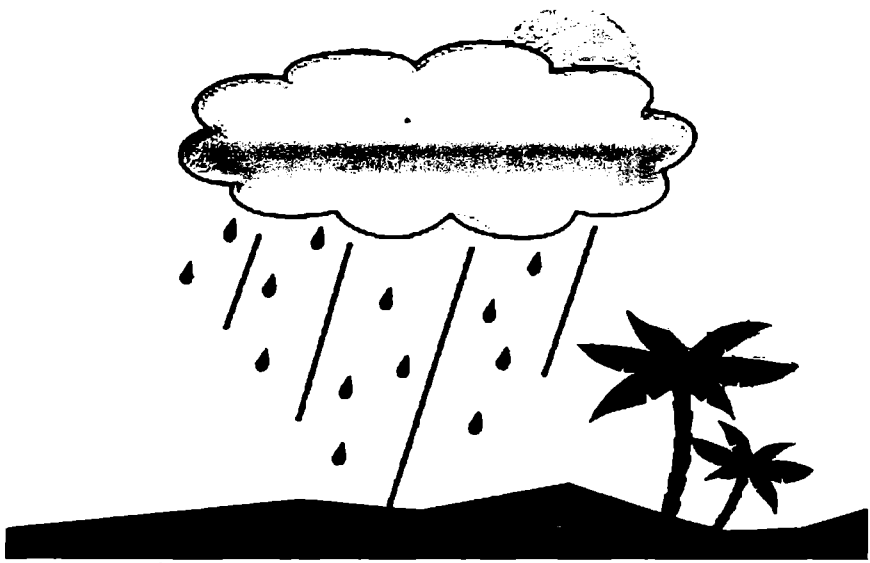

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)।

নবুয়ত লাভ করে তিনি আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকতে লাগলেন।

কেউ কেউ ডাকে সাড়া দিল। অনেকে বিরোধিতা করতে লাগলো।

যত দিন যায় বিরোধিতা তত বাড়তে থাকে।

যারা মুসলমান হল তাদের কুরাইশরা কষ্ট দিতে লাগলো।

আস্তে আস্তে অবস্থা খুব বেশী খারাপ হয়ে পড়লো।

মুসলমানদের সাথে মক্কার কুরাইশরা সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়লো।

আল্লাহর রাসূল (সা.) দেখলেন মক্কাবাসীকে এতো বলার পরও না তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো, আর না ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করলো। বরং বিরোধিতা করার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলো। তখন তিনি আল্লাহর কাছে

www.pathagar.com

দোয়া করলেন।
হযরত ইউসুফের (আ) সময়ের মত সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে কাফেরদের মুকাবেলায় তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। মক্কায় হঠাৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।
আল্লাহতা'লা রাসূলের (সা.) দোয়া কবুল করলেন।
দিন যায়।
দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করলো।
যত দিন যায় অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগলো।
লোকেরা মরা জীবজন্তু এমনকি তার হাড়হাড্ডি খেতে শুরু করলো।
পশুর চামড়াও তারা বাদ দিল না।
মক্কাবাসীরা তখন দুঃখে কষ্টে দুর্ভিক্ষে খুবই কাহিল হয়ে পড়লো।
কিন্তু কিভাবে উদ্ধার পাবে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

এ ভাবে কতদিন আর থাকা যায়!
তাদের দুঃখ কষ্ট ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।
অবশেষে কাফেরদের নেতা আবু সুফিয়ান কিছু লোক সাথে নিয়ে রাসূলের (সা.) কাছে আসলো। রাসূলকে (সা.) বললো, আপনি দাবি করেন আপনাকে আল্লাহর রহমত হিসেবে পাঠান হয়েছে। চারদিকে কি দেখছেন ?
আপনার জাতির লোকেরা এমনকি নিকট আত্মীয়রা পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে খাবার না পেয়ে মারা যেতে বসেছে। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। যেন বিপদ দূর হয়ে যায়।

রাসূল (সা.) তাদের জন্যে দোয়া করলেন।
দেখতে দেখতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। শুরু হলো বৃষ্টি।
সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে আসলো। তাদের দুঃখ কষ্ট দূর হল। বৃষ্টি কিন্তু হয়েই চললো।
তা আবার অতিবৃষ্টিতে রূপ নিলো।

www.pathagar.com

তাদের কষ্ট আবার বেড়ে গেল। তারা এসে আবার দোয়া করার জন্যে অনুরোধ করলো।

রাসূল আবারও দোয়া করলেন। বৃষ্টি আবার কমে গেল। সব কিছুই স্বভাবিক হয়ে এলো।

আল্লাহর রাসূল (সা.) ছিলেন রহমতে আলম। তিনি কাফেরদের অত্যাচারে কষ্ট পেয়েছেন। পেয়েছেন বাঁধা। তাঁর সাথীরাও কষ্ট পেয়েছেন। নানা যুলুম সয়েছেন। তাদের অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তারপরও তিনি দোয়া করেছেন।

দুর্ভিক্ষ দূর হয়েছে। আসলে তিনি ছিলেন রহমতে আলম। দুনিয়ার জন্য রহমত। তাই কোন প্রতিশোধ নেননি। সকলের জন্য দোয়া করেছেন।[৪]

www.pathagar.com

বাঘে খেলো ওতায়বাকে

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সকল নবীর সেরা নবী।
সকল নবীর মত ইসলাম প্রচারে তিনিও নানা বাঁধার মুখোমুখি হন।
নিজের আপনজনেরাও তাঁর কাজে বাঁধা দানে পিছিয়ে ছিল না।
রাসূলের (সা.) চাচা আবু লাহাব। চাচা হলে কি হবে ? সে ছিল ইসলামের দুশমন।
আর লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল।
রাসূলের (সা.) সাথে দুশমনিতে সে ছিল আরও এক ধাপ এগিয়ে।

তাদের দুই ছেলে ওতবা আর ওতায়বা।
তারাও কম যায় না। দুজনেই ছিল রাসূলের (সা.) জামাতা।
রাসূলের নবুয়াতের আগেই তাদের বিয়ে হয়েছিল।
বাবা আবু লাহাব যখন তাদের ডেকে বললো, তোমরা মুহাম্মদের (সা.) মেয়েদের তালাক দাও। নইলে তোমাদের মুখ আর দেখবো না।

www.pathagar.com

ছেলেরা বাবার কথায় সাথে সাথে বউদের তালাক দিয়ে দিলো।
দু'ভাইয়ের একজন ওতায়বাতো আরও বাড়াবাড়ি করে বসলো।
সে রাসূলের (সা.) সামনে এগিয়ে এসে রাসূলের উপর থুথু নিক্ষেপ করলো।
আল্লাহ্ রা করলেন। থু-থু রাসূলের (সা.) গায়ে না পড়ে পাশে পড়লো।
রাসূল (সা.) খুব কষ্ট পেলেন।
আল্লাহর কাছে বললেন, হে আল্লাহ ! একটা কুকুর তার উপর চাপিয়ে দাও।
আল্লাহ্ দোয়া কবুল করলেন।

এর কিছুদিন পর। একদিন ওতায়বা তার বাবা আবু লাহাবের সাথে ব্যবসার জন্যে শাম দেশে ভ্রমণে বের হলো।
যেতে যেতে এক সময় রাত ঘনিয়ে এলো।
কোথায় ঘুমানো যায় ? পছন্দমত জায়গা খুঁজতে লাগলো।
শেষে ঘুমানোর জন্যে একটা জায়গা পছন্দ করলো। পাশে তাঁবু টাঙ্গালো হলো। জায়গাটা ছিল খুব ভয়ংকর। তাদের জানা ছিল না।
আশেপাশের অধিবাসীরা এগিয়ে আসলো।
তাদের সাবধান করে বললো, এখানে কিন্তু রাতের বেলায় কখনো কখনো ক্ষুধার্ত বাঘ আসে।
শুনে যেন আবু লাহাবের পিলে চমকে গেলো। সে খুব ভয় পেয়ে গেলো।
তার ছেলে ওতায়বা তো সাথেই আছে। সে রাসূলের (সা.) গায়ে থুথু দিয়েছিল।
রাসূল (সা.) বদদোয়া করেছিলেন। সব কথা মনে পড়ে গেল।
সাথীদের কাছে তার ভয়ের কথা আর গোপন করতে পারলো না।
বললো, দেখো ! মুহাম্মদের (সা.) বদদোয়াকে আমি ভয় করি।
তোমরা আমার ছেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।

দেখতে দেখতে রাত আরও গভীর হলো।
ওতায়বাকে ঘুমাতে বলা হলো। সে ঘুমিয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

সাথের লোকেরা তার চারপাশে অনেকগুলো উট বসিয়ে দিয়ে উটের প্রাচীর গড়ে তুললো ।
তারা ভাবলো, কোন বাঘ আর এর মধ্যে হামলা করতে পারবে না।
তারপর রাত আরও গভীর হলে তারাও ঘুমিয়ে পড়লো।
এদিকে একটা বাঘ যেন এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল।
আস্তে আস্তে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।
সামনে অনেক উট, মানুষকে ঘুমাতে দেখলো।
অবাক কান্ড, সেদিকে বাঘের যেন কোন খেয়াল নাই।
সাবধানে এগিয়ে চলছে আর চলছে। তার টার্গেট যেন আবু লাহাবের ছেলে ওতায়বা।

আর বিস্ময়ের বিষয়, ওতায়বাকে ঘিরে রাখা উটগুলোকেও বাঘ কোন আঘাত করলো না।
উটের ফাঁক দিয়ে বাঘ ততণে ওতায়বার কাছে পৌঁছে গেছে।
এখন শুধু ধারালো দাঁত বসানোর অপেক্ষা।
অবশেষে হিংস্র বাঘ ওতায়বার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
বাঘের হিংস্র নখরে মুহূর্তে ওতায়বা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।
এভাবে ওতায়বা রাসূলের (স) গায়ে থুথু দেয়ার ফল ভোগ করলো।[৫]

www.pathagar.com

কুটনি উম্মে জামিল

আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)।
আবু লাহাব ছিল তাঁর সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী।
একটা দেয়ালের এপার-ওপার ছিল তাদের বাড়ি।
যখন তিনি ইসলামের প্রচার শুরু করলেন তখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ক্ষেপে গেলো। তারা নবীকে (সা.) বাড়ীতে একদম শান্তিতে থাকতে দিত না।
কষ্ট দিয়ে তারা আনন্দ পেতো।
রাসূলকে নামায পড়তে দেখলে তাদের রাগ বেড়ে যেতো।
দেয়ালের ওপাশ থেকে ওরা ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি রাসূলের উপরে ছুঁড়ে মারতো।
রাসূলের কষ্ট দেখে তারা হাসাহাসি করতো।

www.pathagar.com

আবার হয়তো উঠানে চুলায় রান্না-বাড়া চলছে, দেখে মাথায় নোংরা বুদ্ধি চাপতো।
পাতিলের উপরে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করতো।
রাতের বেলা নবীর ঘরের দরজায় কাঁটা-গুল্ম ফেলে রাখতো।
নবী বের হলেই যাতে পায়ে কাঁটা ফোটে।
এ সব কাজের কাজি ছিল আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল।
সে ছিল একটা কুটনি মহিলা। এসব ছিল তার নিয়মিত কাজ।

দিন যত যায় তাদের বাড়াবাড়ি তত সীমা ছাড়াতে লাগলো।
অবশেষে আল্লাহ্ তাদের জীবনের ফয়সালা করে ফেললেন।
তাদের নিন্দা করে একটা সূরা নাজিল করলেন। সূরা আবু লাহাব।
আর যায় কোথায়। লাহাবের স্ত্রী সেটা জানতে পেরে রাগে ফেটে পড়লো।
রাগে গরগর করতে করতে সে তখুনি রাসুলুল্লাহকে (সা.) খুঁজতে বের হলো।
হাতে নিলো একমুঠো পাথর। যখন রাসূলকে (সা.) দেখতে পাবে তখনই তা ছুঁড়ে মারবে।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ আবু বকরের (রা) মেয়ে আসমার (রা) সাথে দেখা।
সে রাসূলের (সা.) নামে মিথ্যা বিদ্রূপ করে লেখা কবিতা গুনগুন করতে করতে যাচ্ছিল।
পুরো রাগ তার উপরে গিয়ে পড়লো। তার অগ্নিমূর্তি দেখে সে ভড়কে গেলো।
ভাবলো, আজ না জানি সে রাসূলকে (সা.) কতো কষ্ট দেয় !
চিন্তায় সে অস্থির হয়ে পড়লো।

এদিকে রাসূল (সা.) হেরেমে কাবায় আবু বকরের (রা) সাথে বসেছিলেন।
তাকে আসতে দেখে আবু বকর (রা) ভয় পেয়ে গেলেন।
বললেন, ওই দেখুন, সে আসছে। ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) ! এখন কি হবে?
আমার ভয় হচ্ছে সে আপনাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করবে।
রাসূল (সা.) আবু বকরের (রা) দিকে তাকালেন। চিন্তা করতে না করলেন।
বললেন, ভয় পেয়ো না! সে আমার কিছু করতে পারবে না।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা.) কথা শুনে আবু বকর (রা) খুশি হলেন।
তবে বুঝতে পারলেন না। মনে দুঃচিন্তা থেকে গেল।
বুঝতে চেষ্টা করছেন কি ঘটতে পারে।
রাসূল (সা.) তাঁর অবস্থা বুঝতে পারলেন।
তাঁকে চিন্তামুক্ত করা জন্যে বললেন, চিন্তা করো না, সে আমাকে দেখতেই পাবে না।
উম্মে জামিল সামনে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকাতে লাগলো।
রাসূলকে (সা.) আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলো।
রাসুলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা) তার সামনেই এক সাথে বসে আছেন।
অবাক কান্ড বটে ! সে আবু বকরকে (রা) দেখতে পাচ্ছে অথচ রাসূলকে (সা.) দেখতে পাচ্ছে না। আবু বকর (রা) বুঝতে পারলেন নিশ্চিত আল্লাহর এ এক বড় মু'যিযা।
তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।
অবশেষে উম্মে জামিল আবু বকরকে (রা) বিদ্রূপ করে বললো,
আমি মুহম্মদকে (সা.) খুঁজছি। সে নাকি আমাকে বিদ্রূপ করে কি সব বলছে ?
আবু বকর বললেন, কাবার কসম, তিনিতো তোমাকে কোন বিদ্রূপ করেননি।
তখন কি আর করবে, আস্তে আস্তে সে ফিরে গেল।
আল্লাহর কি ক্ষমতা ! কি অপূর্ব মু'যিযা।
এ ভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে (সা.) এক কুটনি মহিলার হাত থেকে রক্ষা করলেন।[৩]

www.pathagar.com

কুরআনের মু'যিযা

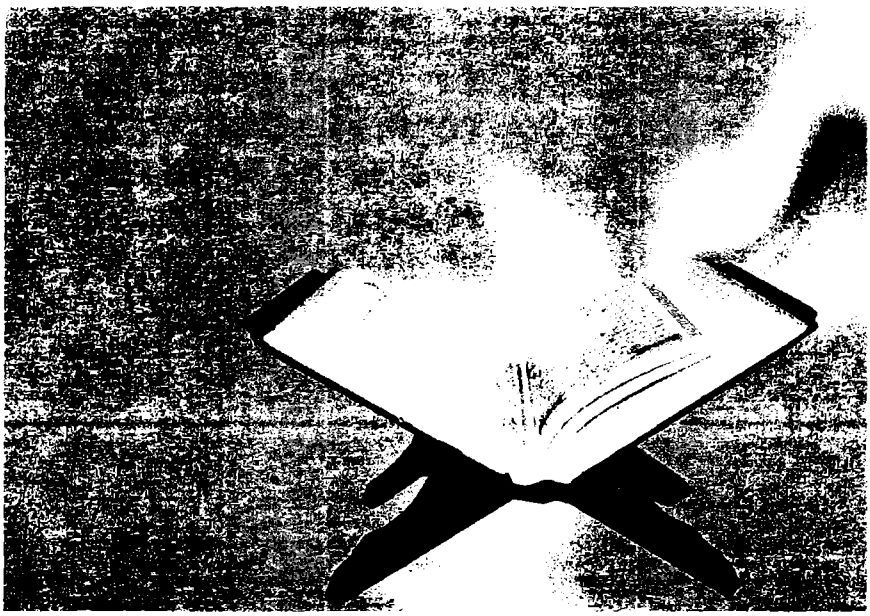

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)।
তিনি ছোটবেলা থেকেই যেমন ছিলেন বিশ্বাসী তেমন ছিলেন সৎ। এ জন্যে সকলে তাঁকে আল-আমিন, আস-সাদিক বলে ডাকতো।
হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা কাকে বলে তিনি জানতেন না।
সকলে তাঁকে আদর করতো। ভালবাসতো। আপন জন ভাবতো।
মানুষের সুখে-দুখে তিনি শরিক হতেন।
আস্তে আস্তে তিনি বড় হলেন। এক সময় নবুয়ত লাভ করলেন।
তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। প্রথম প্রথম তারা তেমন গুরুত্ব দিলো না।
তারা মনে করলো হতাশ, হয়ে এক সময় ইসলাম প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে।
এরপরও ইসলাম প্রচার বন্ধ হলো না, বেড়েই চললো।

www.pathagar.com

তারপর তারা হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো।
ভাবলো, এতে হয়তো তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ করে দিবেন ।
কিন্তু না, কমলো না বরং বেড়েই চললো।
লোকেরা গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।
গোপন খবর আর গোপন থাকলো না। কিছু কিছু প্রকাশ পেতে লাগলো।
তা জেনে নেতারা অবাক হতে লাগলো।
ভেবে পেলো না, বাপ-দাদার ধর্ম তারা ত্যাগ করছে কেন ? তারা চিন্তায় পড়ে গেলো।
কি ভাবে বন্ধ করা যায় ভাবতে লাগলো।
শেষে তারা বিরোধিতা করা শুরু করলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না।
যারাই রাসূলের (সা.) কাছে গেলো, কুরআনের বাণী শুনলো, তারাই তা গ্রহণ করতে লাগলো। রাসূল (সা.) যেন পরশ পাথর ! কাছে যারা গেলো তারাই সোনা হতে লাগলো !
ইসলামে দুশমনরাও তাঁকে সত্যবাদী বলে জানতো।
তবে তাঁর কথাগুলোকে মানতে রাজি ছিল না। অনেকে রাসূলকে কবি, যাদুকর বলতো।
তাদের মনের ভয় বেড়ে যাচ্ছিল, কুরআনের বাণী শুনে তারা না আবার তা গ্রহণ করে।
এর মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল।
তারপরও অনেকে গোপনে গোপনে শুনতো কিন্তু বলতো না।

ইসলামের তিন বড় বড় দুশমন আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, সুরাইকা।
রাসূলের (সা.) সাথে দুশমনীতে কেউ কারো চেয়ে কম ছিল না।
তারা ভাবলো, কুরআনের মধ্যে এমন কি আছে ? সকলে শুনতে চায় কেন ?
তাদের কৌতুহল। একবার শোনা দরকার।
এক রাতে তারা তিন জনই আলাদাভাবে বের হলো ।
রাসূল (সা.) রাতে নামাযে যে কুরআন তেলাওয়াত করতেন তা শোনার জন্যে।
কেউ কারো খবর রাখতো না। মনে ভয় কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে !
এ জন্যে গোপনে, পৃথক পৃথক ভাবে চলছিল তারা।

www.pathagar.com

রাতের আঁধারে মনোযোগ দিয়ে তারা কুরআন তেলাওয়াত শুনতে লাগলো । যত শোনে ততই যেন তাদের শুনতে ইচ্ছা করছে।

এক সময় হঠাৎ করে তারা নিজেরা নিজেদের দেখে ফেললো।

রাসূলের (সা.) কুরআন তেলাওয়াত শোনা ! যেন মহা অন্যায় করে ফেলেছে তারা!

তারা লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো ! তারপর নিজেরা নিজেদের গাল-মন্দ করলো। শপথ করলো, আর কোনদিন তারা এমন করবে না।

পরদিন। দিন শেষে আবার রাত এলো। কে যেন তাদের তাদের টানতে লাগলো।

কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্যে তারা অধীর হয়ে পড়লো।

গতরাতের মত তারা বেরিয়ে পড়লো। কেউ জানতে না পারে, তাই গোপনে গোপনে আলাদা ভাবে। তারা তেলাওয়াত শুনছে আর শুনছে।

এক সময় যেন হুশ ফিরে পেলো। তখনই তারা নিজেরা নিজেদের দেখতে পেলো।

আর গত দিনের মত লজ্জায় মরে যেতে লাগলো।

তারপর আবার শপথ করলো এ কাজ না করার জন্যে।

কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার একই ঘটনা ঘটলো। তখন তারা লজ্জা-শরমের কথা ভুলে গেল। নিজেদের দিকে এগিয়ে আসলো।

সুরাইকা সুফিয়ানকে বললো, আমরা যা শুনলাম এ ব্যাপারে তোমার কি মত ?

সুফিয়ান বললো, এমন কথা আর কখনো শুনিনি।

সুরাইকা বললো, আমার অবস্থাও সেরকমই।

ঘটনার অনেক দিন পর। সুরাইকা আবু জেহেলকে বদর যুদ্ধে একা পেলো। এক সময় জিজ্ঞেস করে বসলো, এখানে আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নাই। আচ্ছা বলতো, মুহাম্মদ (সা.) সত্যবাদী না মিথ্যবাদী ?

আবু জেহেল সংগে সংগে বললো, মুহম্মদ (সা.) সত্যবাদী। সে কখনও মিথ্যা বলেনি।

এভাবে সে রাসূলের সত্যবাদিতা স্বীকার করে নিল।

এটাই ছিল কুরআনের মু'যিযা।

কাফেররাও কুরআনকে মিথ্যা বলতে ভয় পেতো।[১]

www.pathagar.com

ওতবার উপর কুরআনের যাদু

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ।

তিনি ছিলেন সব মানুষের সেরা মানুষ। সব নবীদের সেরা নবী।

৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করলেন। তারপর ইসলাম প্রচার শুরু করলেন।

অনেকে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

ইসলামের প্রভাব দিন দিন বাড়তে লাগলো।

এসব দেখে সমাজের বড় বড় নেতারা দুঃচিন্তায় পড়ে গেলো।

কি ভাবে তা রোধ করা যায়? ভাবতে লাগলো। নানা ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো। কিছু লোক ছিল তারা এ আহ্বানকে এড়িয়ে চলতে লাগলো।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) হয়তো কোথাও বসে আছেন। ইসলামের কথা বলছেন। দেখেই দূর থেকে সরে পড়লো। তিনি হয়তো রাস্তায় আসছেন, তা দেখে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখলো।

ভয় ! সামনে দেখলে যদি দাওয়াত দেয়া শুরু করেন !

আর সাধারণ লোকেরা অনেকেই রাসূলের দাওয়াতকে সমর্থন করলো।

কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করলো না। গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

নেতাদের কোন ফন্দি-ফিকির কাজে আসলো না।

দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

শেষে তারা রাসূলের (সা.) সাথে আপোষ করে ইসলাম প্রচার বন্ধ করার ফন্দি আটলো।

নেতার আলোচনায় বসলো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীগুনী কে ? খুঁজতে লাগলো।

অবশেষে তারা ওতবা বিন রাবিয়াকে বাছাই করলো।

সকলে বললো, আমাদের মাঝে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি। তুমিই পারবে।

মুহাম্মদের (সা.) কাছে যাও। তার কথা শুনো, তাকে বুঝাও।

সে রাসূলের (সা.) কাছে গেলো। রাসূল (সা.) তাকে খুব সম্মান করলেন।

ওতবা বিন রাবিয়া তখন বললো, ভাতিজা, জান তো তোমাকে আমরা খুব ভালবাসি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তুমিতো আমাদের বড় বিপদে ফেলেছো। সমাজের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে,বাবা-ছেলের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরছে।

আমাদের সকলকে বোকা মনে করছো। আমাদের ধর্ম, দেব-দেবীদের গাল-মন্দ করছো।

তাই তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব করছি। তুমি ভেবে দেখো।

রাসূল (সা.) বললেন, আপনি বলুন আমি শুনছি।

সে বলতে লাগলো, তুমি যে কাজ শুরু করছো তার উদ্দেশ্য কি ?

www.pathagar.com

দ্যাখো, তা যদি ধন-সম্পদের জন্যে হয় তবে আমরা সকলে মিলে তোমাকে সবচেয়ে ধনী করে দিবো। যদি বড় নেতা হতে চাও তবে তোমাকে সব চেয়ে বড় নেতা বানিয়ে দেবো।
আর তোমার উপরে কোন দুষ্ট জীনের আছর থাকতে পারে।
ঘুমের মধ্যে বা জেগে থাকার সময়ে তার কারণে তুমি হয়তো এসব বলছো। তাহলে আমরা সকলে মিলে সবচেয়ে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করে তা দূর করে দেবো। ওতবা কথা বলে যাচ্ছিলো আর রাসূল (সা.) নীরবে তা শুনছিলেন।

কথা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,আপনার কথা কি শেষ ?
ওতবা বললো, হ্যাঁ ভাতিজা, আমার যা বলার ছিল তোমাকে সব বললাম।

রাসূল (সা.) তখন বললেন, তাহলে এখন আমার কথা শুনুন।
তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে কুরআন তেলাওয়াত করা শুরু করলেন।
ওতবা দু'হাত পিছনে ঠেস দিয়ে খুব মন দিয়ে তা শুনতে লাগলো।
কুরআনের কোথাও কোথাও সিজদার আয়াত আছে। তেলাওয়াত করতে করতে একটা সিজদার আয়াত আসলে রাসূল (সা.) তখন সিজদা করলেন।
অবাক কান্ড! ওতবাতো ইসলাম ও রাসূলের (সা.) ঘোর দুশমন ছিল।
কুরআনের এক অদ্ভুত প্রভাব যেন তার উপর বিস্তার করলো।
কুরআন বিরোধী হয়েও সে তাতে প্রভাবিত হলো। রাসূলের সাথে সিজদা করলো।
রাসূল (সা.) বললেন, আপনি জানতে চেয়েছিলেন অনেক কিছু।
আমার জবাব তো আপনি শুনলেন। এখন আপনি আর আপনার কাজ !

ওতবা উঠে দাড়ালো।

ধীরে ধীরে কুরাইশ নেতাদের যেখানে পরামর্শ সভা চলছিল সে দিকে চললো।

www.pathagar.com

তারা সেখানে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে তাকে দেখে সকলে অবাক হলো। আরবের সবচেয়ে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। যেন এ ওতবা সে ওতবা বিন রাবিয়া নয়। তার ভিতরে কেমন যেন একটা পরিবর্তন !

সকলে একসংগে ঘিরে ধরলো। তাদের মনে অনেক প্রশ্ন !

জিজ্ঞেস করলো, কি শুনে আসলে ?

ওতবা যেন অন্য মানুষ।

খোদার কসম খেয়ে বললো, আমি এমন কথা শুনলাম যা আর পূর্বে কখনো শুনিনি।

কথাগুলো না কবির কবিতা, না কোন যাদু, না কোন ভবিষ্যৎ বাণী।

ওতবা আরও বলতে লাগলো, হে কুরাইশরা, তোমরা শুনো ! মুহাম্মদকে (সা.) তাঁর মত থাকতে দাও।

আমার মনে হচ্ছে সে যা বলেছে তা ঘটবে।

যদি আরবরা জয়ী হয় তাহলে কোন সমস্যা থাকবে না।

আর সে জয়ী হলে আমাদের কি কোন অসুবিধা হবে ?

সে তো আমাদের গোত্রের লোক। তাঁর বাদশাহী মানে আমাদের বাদশাহী। তাঁর সম্মান মানে আমাদের সম্মান।

কুরাইশরা তো তার কথা শুনে অবাক ! এতোবড় জ্ঞানী গুণী তাদের বলে কি ?

শেষে তারা বললো, হায় ! তোমাকে না তাঁর যাদু ছাড়ানোর জন্যে পাঠালাম।

আর শেষ পর্যন্ত তাঁর যাদু তোমার উপর পড়লো ?

ওতবা বললো, আমার যা বলা তোমাদের বললাম।

এখন ভেবে দেখো তোমরা কি করবে ?[৮]

www.pathagar.com

এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!

আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম সকল ধর্মের সেরা ধর্ম।
একে জীবন ব্যবস্থাও বলা হয়। আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা।
আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে এই জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন।
আরবে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তখন আরব ছিল অন্ধকারে ঢাকা। মানুষে মানুষে ছিল মারামারি, হানাহানি।
মদপান করা, জুয়াখেলা, লুটতরাজ করা ছিল তাদের প্রতিদিনের কাজ।

www.pathagar.com

খুবই নিষ্ঠুর ছিল তারা।

নিজের শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দিতে অন্তর কাঁপতো না তাদের।

এমনি এক সময়ে আল্লাহ পাঠালেন মহানবীকে (সা.)।

তিনি ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন।

আরবের সরদাররা এটা মেনে নিতে পারলো না। নানা ভাবে বাঁধা দিতে লাগলো।

প্রথম প্রথম তারা আমলে নিলো না। তারপর ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো। এরপর ভয়ভীতি দেখালো।

কিছুতেই ইসলামের প্রচার বন্ধ হলো না। আস্তে আস্তে তা বেড়েই চললো।

তাদেরই গোত্রের এক ছেলে নতুন ধর্মের দিকে ডাকছে !

বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে বলছে! দেব-দেবীর নিন্দা করছে।

তাদের বোকা মনে করছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি করছে।

আরবের সরদাররা বুঝে উঠতে পারছে না কি ভাবে এ সব বন্ধ করা যায় ?

সকল গোত্রের বড় বড় সরদাররা একত্রিত হলো। তারা যেমন ধনী তেমন ক্ষমতাবান।

সকলে আলোচনা করতে বসলো। তারপর তারা রাসূলকে (সা.) ডেকে পাঠালেন।

রাসূল (সা.) আসলেন।

ভাবলেন ভালই হলো, এ সুযোগে তিনি সকলকে আল্লাহর দিকে ডাকতে পারবেন।

তারা সকলেই ছিল রাসূলের (সা.) চেয়ে বয়সে বড় আর গুরুজন।

বললো, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি কি চাও ?

তুমি যা করছো, যা বলছো, তা আমরা মেনে নিতে পারছি না।

তুমি যদি টাকা-পয়সা লাভের জন্যে করো তবে বলো, সকলে মিলে তোমাকে ধনী বানিয়ে দেবো।

যদি নেতা হতে চাও আমরা সকলে তোমাকে আমাদের নেতা করে নেবো।

www.pathagar.com

যদি দেশের বাদশাহ হতে চাও, তবে বাদশাহ করে নিবো।
আর যদি কোন দুষ্ট জিন তোমার উপর সাওয়ার হয়, সকলে মিলে চিকিৎসা করে তা দূর করে দেবো।
শুধু একটা কথা মেনে নাও, আমাদের দেব-দেবীর গাল-মন্দ করা থেকে দূরে থাকো।
যদি এটা মানতে রাজি না হও তবে আমাদের আর একটা প্রস্তাব আছে।
রাসূল (সা.) জানতে চাইলেন, বলুন সেটা কি ?
তারা বললো, এসো ! এক বছর তুমি আমাদের মাবুদ লাত ওজ্জার ইবাদাত করবে আর এক বছর আমরা তোমার আল্লাহর ইবাদাত করবো।

তাদের কথা শুনে রাসূল (সা.) সাথে সাথে কোন জবাব দিলেন না।
তাঁর চেহারা কেমন যেন বদলে যেতে লাগলো। তিনি কোন কথা বলছেন না।
কেউ বুঝতেও পারছে না, কেন কথা বলছেন না ? সকলে উদগ্রীব।
তখন রাসূলের উপর ওহী নাজিল হচ্ছিল। এজন্য তিনি চুপ ছিলেন।
বললেন, আল্লাহ আমাকে জানাতে বললেন যে, তাদের বলে দাও,
আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।
আর না তোমরা তাদের ইবাদাত করো যাদের ইবাদাত আমি করি।
তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে।
রাসূলের জবাব শুনে তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলো কিন্তু হাল ছাড়লো না।
তারা রাসূলের (সা.) চাচা আবু তালেবের কাছে গেলো।
আগের অভিযোগগুলো আবার বলতে লাগলো।

শেষে সতর্ক করে বললো, আপনি ভাতিজাকে সামলান। আমরা কিন্তু ছাড়বো না।
বৃদ্ধ আবু তালেব রাসূলকে (সা.) খুব ভালবাসতেন।
এতদিন তিনিই রাসূলকে আগলে রেখেছেন। সকলের হুমকি তিনি বুঝতে পারলেন।

www.pathagar.com

রাসূলর জীবন নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। তাড়াতাড়ি রাসূলকে ডেকে পাঠালেন।
রাসূল (সা.) আসলে বললেন, ভাতিজা ! ওরা তোমার আপন-স্বজন।
সকলে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তাদের মনে আঘাত দিয়ো না।
তাদের কথা শুনো। ওসব বন্ধ করো।
রাসূল (সা.) তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে সকলকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি আসমানের সূর্যকে দেখতে পাচ্ছেন ?
সকলে বললো, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।
রাসূল (সা.) তখন বললেন,
ওই সূর্য কি কখনো আলো দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে ?
সকলে বললো, না পারে না।
রাসূল তখন বললেন, ঠিক সূর্যের মত আমিও এ কাজ ছেড়ে দিতে সক্ষম নই।
আবু তালেব তখন সকলকে বললেন, ভাতিজা কখনো মিথ্যা বলে না। তোমরা ফিরে যাও।
লোকেরা তখন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলো।

আবু তালিব তাদের সব অভিযোগ শুনেছিলেন।
তাদের আচরণে ভালভাবে বুঝতে পারলেন তারা সহজে ছাড়বে না।
সামনে আরও বিপদ আসবে। এদিকে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন।
শরীরে শক্তি কমে গেছে। ভাতিজার জীবন নিয়ে তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন।
কি করা যায় ! শেষে রাসূলকে (সা.) বুঝাতে চেষ্টা করলেন।

বললেন, ভাতিজা ! তোমার জীবন আর আমার জীবন নিয়ে একবার ভাবো।
এমন বোঝা আমার উপরে চাপিও না যা বইতে পারবো না।
তুমি সে সব কথা বলো না, যা তাদের পছন্দ নয়।
রাসূল (সা.) বুঝতে পারলেন তাঁকে সমর্থন করা চাচার জন্যে কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি হয়তো তাঁর দায়িত্ব আর নিতে পারছেন না।
বুঝতে পারলেন, নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে কাজ করতে হবে।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, চাচাজান ! যদি আমার একহাতে চাঁদ আর এক হতে সূর্য এনে দেয়া হয় তবুও আমি একাজ থেকে বিরত হবো না।

হয় আল্লাহ্ একাজ সফল করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

আবু তালিবের কথায় রাসূল (সা.) খুব ব্যথা পেয়েছিলেন।

বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

আবু তালিব বুঝতে পারলেন রাসূল (সা.) তার কথায় কতো ব্যথা পেয়েছেন।

তিনি তাড়াতাড়ি রাসূলকে (সা.) ফেরালেন। কাছে ডাকলেন ।

বললেন, ভাতিজা, তুমি তোমার কাজ করতে থাকো।

খোদার কসম! কোন অবস্থায়ই তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেবো না।[১]

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ঘটনা

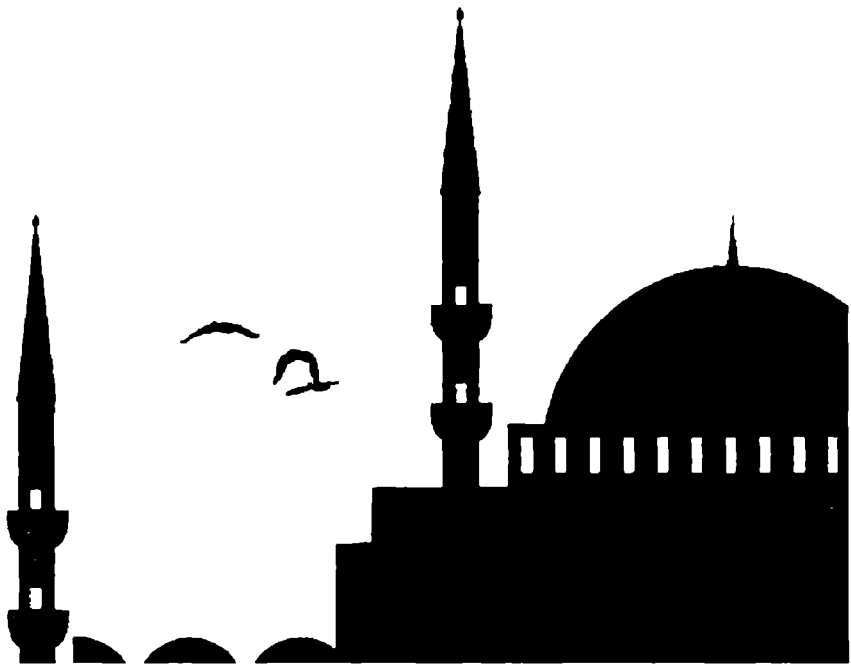

আল্লাহর এ সৃষ্টি পৃথিবীটা। আর একে সুন্দর করার জন্যে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টির সব কিছুই সুন্দর। চারদিকে দু'চোখ ভরা শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়।

এই সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর করার জন্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন সুন্দর চেহারা, সুন্দর মন।

এই সুন্দর মানুষেরা আবার মাঝে মাঝে ভুল করে বসে। ভুল পথে চলে। তাদের ভাল পথ দেখানোর জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

নবীগণ কিন্তু খুব সহজে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে পারেন নি।
নানা রকম বাঁধা পেয়েছেন। সয়েছেন অত্যাচার। দিয়েছেন অনেক পরীক্ষা।
আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ছিলেন শেষ নবী। সকল নবীর সেরা নবী।
তিনিও ইসলাম প্রচার করতে যেয়ে নানা বাঁধার মুখোমুখি হয়েছেন। অনেক কষ্ট সয়েছেন।
সব নবীর একেক জন বড় বড় দুশমন ছিল।
যেমন ইবরাহীমের (আ) নমরুদ আর মুসার (আ) ফিরাউন।
আমাদের নবীর (সা.) তেমন দুশমন ছিল আবু জেহেল,আবু লাহাব।
তিনি যখন ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখন তারা রাসূলের (সা.) দুশমন হয়ে দাঁড়ালো।
নানা ভাবে বাঁধা দিতে লাগলো। উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো।
নামাযে সিজদার সময় ঘাড়ে নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিতে লাগলো।
ঘরের দরজায়, রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিতে লাগলো।

রাসূলকে (সা.) ইসলাম প্রচার করতে বের হতে দেখলেই আবু জেহেল পিছু পিছু যেতো।
লোকদের বলতো তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না।
সে আমাদের দেব-দবীর নিন্দা করছে। আমাদের বাপ-দাদার ধর্মকে মিথ্যা বলছে। সব পরিবারে অশান্তি ডেকে এনেছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে।
এভাবে নানা বাঁধা, মিথ্যা প্রচার যত বাড়তে লাগলো মানুষের ইসলাম গ্রহণও তত বেড়ে যেতে লাগলো। দেখে তারা বিরোধিতা আরও বাড়িয়ে দিল।
শত বিরোধিতার পরেও লোকেরা আরও বেশী ইসলামের দিকে এগিয়ে আসলো।
আবু জেহেলরা কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। শেষে তারা একটা বুদ্ধি বের করলো।
দেশের সরদাররা রাসূলের (সা.) বৃদ্ধ চাচা আবু তালিবের কাছে গেল।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন প্রবীণ আর সকলের শ্রদ্ধার।
তারা মনে করলো মুহাম্মদ (সা.) হয়তো চাচার কথা শুনবে।
সেখানে সকলে রাসূলকে (সা.) দোষারোপ করতে লাগলো।
ভয় দেখিয়ে বললো, ভাতিজাকে সামলান।
শেষ বারের মত আমরা বলতে এসেছি। আমরা কিন্তু ছাড়বো না।
বৃদ্ধ চাচা আবু তালিব রাসূলকে বুঝালেন।
উল্টো রাসূল (সা.) তাদের ইসলামের দিকে ডাকতে লাগলেন।
তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।
সকলে ভাবতে লাগলো আর কি করা যায় ?
আবু জেহেল ছিল ইসলামের বিরোধিতায় সকলের সেরা। সে সকলকে উস্কে দিতে লাগলো। বলতে লাগলো, দেখলে তো মুহাম্মদ (সা.) সব পরিস্কার বলে দিলো।
আমাদের কোন কথাই সে রাখলো না। আমাদের দ্বীনকে সে আগের মত অপমান করবে।
বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট বলবে। দেব-দেবীদের গালি দেবে।
এ সব কিছু থেকে সে কিছুতেই বিরত হবে না! এসব কি মেনে নেয়া যায় ?
আল্লাহর কসম খেয়ে আবু জেহেল বললো, আগামীকাল আমি একটা পাথর নিয়ে বসে থাকবো। যখন সে নামায পড়তে আসবে, সিজদা দেবে তখন পাথর দিয়ে মাথা চূর্ণ করে দেবো। তারপর যা হয় হবে।
পরদিন আগে থেকেই পাথর নিয়ে সে বসে রইলো। কখন নবী (সা.) আসে !
আস্তে আস্তে নামাযের সময় হয়ে আসলো। অন্যদিনের মত নবী (সা.) আসলেন।
নামাযে দাঁড়ালেন। পরম নিশ্চিন্তে নামায পড়তে লাগলেন। রাসূল (সা.) সিজদায় গেলেন। ইসলামের দুশমন আবু জেহেল সে অপেক্ষাতে ছিল।
সে পাথর নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। একটু একটু করে এগুচ্ছে।
প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। রাসূল (সা.) সিজদায় আছেন। এক্ষুণি পাথর মারবে।

www.pathagar.com

কিন্তু অবাক কান্ড ! পাথর না ছুঁড়ে হঠাৎ সে পিছু হটতে শুরু করলো।
তারপর একবারেই পিছনে ফিরে আসলো। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো।
পাথরটাও হাতে থেকে পড়ে গেলো। সে বেশ ভয় পেয়েছে ! কিন্তু কেন ?
সকলে যেমন অবাক তেমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কুরাইশরা সকলে তার কাছে ছুটলো।
তাদের নেতার এ কি অবস্থা ! সকলের নানা কৌতুহল, নানা প্রশ্ন।
বললো, কি ব্যাপার ! তোমার কি হয়েছে ?
সকলের নানা প্রশ্নে সে বললো,আমি পাথর মারার জন্য সামনে এগুচ্ছিলাম।
কাছাকাছি যেতেই সামনে হঠাৎ একটা উট এসে দাঁড়ালো।
তার যেমন বড় মাথা তেমন গলা, তেমন কুঁজ ! সে কি উট ! এমন উট আর কখনো দেখিনি। সে আমার দিকে তেড়ে আসলো যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।
আবু জেহেলের এমন অবস্থা জানাজানি হয়ে গেল। রাসূলের কাছে অনেকে জানতে চাইলো। রাসূল (সা.) বললেন যে, জিবরিল (আ.) এ চেহারায় এসেছিলেন। এটা ছিল একটা মু'যিযা !
আল্লাহ এক মু'যিযার মাধ্যমে কাফির আবু জেহেলের হাত থেকে রাসূলকে রক্ষা করলেন।[১০]

www.pathagar.com

সূত্র ঃ

১ বোখারী, তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে জরির, আহমদ মুসলিম, সীরাতে সরওয়ারে আলম।

২ ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড পৃ ২৯-৩০।

৩ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ি, সীরাতে সরওয়ারে আলম

৪ বুখারী, বায়হাকী বর্ণনাকারী- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সিরাতে সরওয়ারে আলম।

৫ সিরাতে সরওয়ারে আলম, আল ইস্তিয়াব ইবনে বাবর, আল ইসাবাহ ইবনে হাজার, আস সাবুল আশরাফ বালাজুরি, দালয়েলুন নবুওয়াত।

৬ ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিশাম, বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) ।

৭ সিরাতে সরওয়ারে আলম, বায়হাকি, তিরমিযি, ইমাম যুহুরি থেকে বর্ণিত।

৮ তাফহীম-আম্বিয়া টিকা- ৫, ভূমিকা-হা মীম আস সাজদা।

৯ ইবনে হিশাম, সুরা আল কাফেরুন, সিরাতে সরওয়ারে আলম।

১০ সিরাতে সরওয়ারে আলম।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

শহীদ সিরাজীর মূল নাম মো: শহীদুল্লাহ। বাবা মো: সিরাজুল ইসলাম, মা জাহানারা বেগম। জন্ম ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে রাজশাহীর চারঘাট থানার মুংলী গ্রামে। সরদহ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও সরকারী এনএস কলেজ নাটোর থেকে এইচএসসি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে কৃতিত্বের সাথে অনার্স মাস্টার্স শেষ করে ১৯৮৬ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এ শিক্ষানবীশ অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। কর্মজীবনে রাজশাহী শাখার শিক্ষানবীশ জীবন শেষ করে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার পর জামালপুরের যমুনা ফার্টিলাইজার তারাকান্দি শাখা, কিশোরগঞ্জ শাখা, সৈয়দপুর শাখা, কুষ্টিয়া শাখা, ঢাকার নিউমার্কেট শাখার ব্যাবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর লোকাল অফিসে বিনিয়োগ বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কর্মজীবনে বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প লিখে আসছেন। তার লেখা জাতীয় দৈনিক সহ বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে তার লেখা ১. 'নিরন্তর নিসর্গে তুমি' (কাব্যগ্রন্থ) ২. গল্পো হলেও গল্প নয় (শিশুতোষ গল্প) ৩. তবুও ঘুমিয়ে আছি (কাব্যগ্রন্থ) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ১. বাকুম বাকুম ২. ছড়া পড়ো জীবন গড়ে ৩. দেশের কবিতা সময়ের কবিতা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com